

মার্কিন সভ্যতার বীভৎস ছবি!

Disgusting! - এক বাক্যে যে কেউ বলবেন ছবিগুলো দেখে। ছবিগুলো লোমহর্ষক, বীভৎস, বিকৃত। নগ্ন করে চোখে ঠুলি পরিয়ে ইরাকি বন্দিদের নির্যাতন করছে মার্কিন পুরুষ ও মহিলা সেনারা। তারা বিদ্যুতের তার পেঁচিয়ে বন্দিদের দাঁড় করিয়ে রাখছে, বন্দিদের বাধ্য করছে একে অন্যের মুখমেহনে। চলছে বলাৎকারও। আর এসব দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে, ভিডিওবন্দি করছে সৈন্যরা। এরা নাকি সভ্যতার কর্ণধার, আধুনিক সভ্যতার বার্তাবাহক।

যুক্তরাষ্ট্রের সিবিএস টিভি চ্যানেলে গত বৃহস্পতিবার ছবিগুলো প্রচারিত হওয়ার পর মার্কিন মিত্র ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে বিশ্বজুড়ে উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। আরব বিশ্ব তো বটেই, প্রেসিডেন্ট বুশের রিপাবলিকান পার্টির মধ্যেও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। খবরগুলো ইন্টারনেটের বিভিন্ন সূত্রের এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকার।

সিবিএস বলেছে, গত নভেম্বর-ডিসেম্বরে বাগদাদের আল-গারিব হাসপাতালে বীভৎস নির্যাতনের দৃশ্যগুলো ধারণ করা হয়। একটি ছবিতে দেখা যায়, দু হাতে বিদ্যুতের তার জড়িয়ে একজন বন্দি কে দাঁড় করানো হয়েছে একটি খাবারের বাস্কে। বন্দিটির আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা, যা দেখলেও গা শিউরে ওঠে। মার্কিন সেনারা তাকে বলে দিয়েছে, 'নড়ার চেষ্টা করেছ তো বিদ্যুতায়িত হয়ে মারা পড়বে।'



আরেক ছবিতে দেখা যায়, একদল বন্দি কে যৌনকর্মের ভঙ্গি করতে বাধ্য করা হয়েছে। উলঙ্গ এসব বন্দি মানবেতর অবস্থায় জড়াজড়ি করে মেঝেতে পড়ে আছে। তাদের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। আর বন্দিদের নগ্ন করে 'মানব পিরামিড' তৈরি করেছে এক মার্কিন সেনা। এই ছবিটা দেখলে অনেকেরই ৭১ এ পাক জাস্তার

গণহত্যার ওই ছবিটার কথা মনে পড়বে নিঃসন্দেহে। মানব পিরামিড বানিয়ে বুদ্ধিজীবীদের ফেলে রাখা হয়েছিল রায়ের-বাজার বন্ধ-ভূমিতে। একই দৃশ্য দেখছি আমরা একবিংশ শতাব্দীতে এসেও। আরেক নারীসেনা নগ্ন বন্দিদের পেছনে অশ্লীল ভঙ্গিতে বসে রগড় করছে। দুজনের মুখেই বিদ্রোহের খল হাসি, যেন ভীষণ মজার কোনো খেলায় মশগুল তারা। ক্ষমতার চূড়ায় বসে তারা পৃথিবী শাসনের অধিকার রাখে, সব কিছুই তো তাদের কাছে এক ধরণের খেলা!



আরেকটি দৃশ্য এ রকম : একদল উলঙ্গ ইরাকি বন্দিকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের চোখে ঠুলি। সিগারেট টানতে টানতে বন্দিদের সামনে দাঁড়িয়ে কুৎসিত ভঙ্গি করছে এক মার্কিন নারীসেনা। নগ্ন বন্দিদের পুরষ্কারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে সে।



খ্যাতিমান রুশ পত্রিকা প্রাভদা বলেছে, আটক একজন মার্কিন সেনা ইতিমধ্যেই সীকার করেছে যে, অনুবাদক হিসেবে কর্মরত এক মার্কিন সেনা ইরাকি এক বন্দিকে বলাৎকার করে। খেলাচ্ছলে এ দৃশ্য ভিডিও করে আরেক মার্কিন নারীসেনা। এ ছবিসহ নির্যাতনের আরো অনেক ছবি রয়েছে, যেগুলো সিবিএস প্রচার ও প্রকাশ করেনি।

ইরাকে মার্কিন বাহিনীর নগ্ন ভূমিকার এসব চিত্র বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করেছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্র থেকে শুরু করে ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়ার পত্রপত্রিকা ও টিভি এ নিয়ে সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী টনি ব্ল্যারের একজন মুখপাত্র বলেন, ইরাকে মার্কিন সৈন্যদের এ কর্মকাণ্ডে প্রধানমন্ত্রী মর্মান্বিত। মর্মান্বিত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জন হাওয়ার্ডও।

দুবাইয়ের আল আরাবিয়া ও কাতারের আল জাজিরা টিভি ছবিগুলো প্রচার করে বলেছে, ইরাকে মার্কিন বাহিনীর অনৈতিক কর্মকাণ্ডের এ এক জাজুল্য প্রমাণ। এপি জানায়, এ খবরে আরব বিশ্ব ফুঁসে উঠতে পারে। ইয়েমেনের এক মানবাধিকার কর্মী বলেন, খণ্ডিত আকারে মাত্র কয়েকটি ছবি ছাপা হয়েছে। ইরাকে এর চেয়েও ভয়াবহ, নৃশংস রকমের মানবাধিকার লঙ্ঘন চলছে।

ইরাকে মোতায়েন মার্কিন সেনা কর্তৃপক্ষও তাদের জওয়ানদের এই বীভৎস কর্মকাণ্ডের সত্যতা সীকার করেছে। বাগদাদে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মার্ক কিমিট সিবিএস টিভির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে দুঃখ করে বলেন, ‘অন্যের মর্যাদা রক্ষা করতে না পারলে আমরা কী করে মর্যাদা লাভের আশা করব?’

সিবিএস বলেছে, গত নভেম্বর-ডিসেম্বরের দিকে আবু গারিব জেলে বন্দিদের ওপর এসব নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। ছবিগুলো কীভাবে হাতে পেয়েছে সিবিএস, তা জানায়নি। ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিরর জানায়, এক মার্কিন সেনা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে একটি ভিডিও পাঠালে বন্ধুটি তা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়।

গত মার্চে মার্কিন বাহিনী জানায়, আবু গারিব জেলের ২০ জন বন্দিকে নির্যাতনের অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রের ৮০০তম মিলিটারি পুলিশ ব্রিগেডের ছয় সৈন্যকে জেলে কোর্ট মার্শালে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া আরো সাত সৈন্যকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এদের মধ্যে জেনারেল পদবির একজন মহিলা সেনা কর্মকর্তাও আছেন। তবে মার্কিন সেনাবাহিনী বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের দুটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান সিএসআই ইন্টারন্যাশনাল ও টাইটান করপোরেশনের কর্মকর্তারাও আবু গারিব জেলের ঘটনার সঙ্গে জড়িত।

সিবিএস বলেছে, মার্কিন সরকার ছবিগুলো সম্প্রচার না করার জন্য চাপ দেওয়ার পরও অনুমতি ছাড়াই তারা সেগুলো প্রচার করে।

[‘The Christian Taliban’](#) হিসেবে নিন্দা কুরানো কুখ্যাত ‘বুশ’ ইতিমধ্যেই বলছেন, ছবিগুলো নাকি প্রকৃত অবস্থাকে প্রকাশ করছে না। যারা ওই অপকর্মগুলো করেছে তারা তার গুণধর সেনাবাহিনীর ‘Few bad apples’! অবশ্যই! হাতে গোনা দু’চারটি ছবি প্রকাশিত হতেই আপেলের যে চেহারা পাওয়া যাচ্ছে, আপেলের বস্তা পুরোটা খুললে দুর্গন্ধে মনে হয় টিকে থাকা দায় হবে। আজকে সি এন এন খুলে দেখলাম, Photo Abuse এর সাথে জড়িত অভিযুক্ত এক সৈনিকের পিতা বলছেন, তার ছেলে অযথা এগুলো করেনি, উপরের মহলের চাপেই তাকে এগুলো করতে হয়েছে। এখন কেঁচো খুঁরতে সাপ বেরনোর দশা!

আরব প্রেসের এক রিপোর্টার বলছেন,

"This will increase the hatred of America, not just in Iraq but abroad. Even those who sympathised with the Americans before will stop. It is not just a picture of torture, it is degrading. It touches on morals and religion . . . Abu Ghraib prison was used for torture in Saddam's time. People will ask now what's the difference between Saddam and Bush. Nothing!"

এ খুবই সত্য কথা। সাদ্দামের দুঃশাসন, অপকর্ম থেকে জনগণকে উদ্ধার করতেই নাকি মার্কিন বাহিনী ইরাকে গিয়েছিল। কি চমৎকারভাবে কিছু লোক তা বিশ্বাসও করে ফেলল! এখন বোধ হয় সম্বিত ফেরাবার সময় এসেছে। আমাদের ইতিহাসে ৭১ এ মার্কিন বাহিনীর ভূমিকার কথা সবাই জানে, জানে বংগবন্ধু হত্যায় সি আই এ জড়িত থাকার ঘটনা, জানে ভিয়েতনামে আগ্রাসনের কথা, জানে হাইতিতে সেন্য প্রেরণের কথা, তারপরও আমেরিকার মধ্যেই মুক্তিদাতার সন্ধান খুঁজলেন অনেকেই! সাদ্দামকে সরাতে গিয়ে আস্থা স্থাপন করলেন খ্রীষ্ট ধর্মে গোঁড়া বিশ্বাসী ‘Bible thumping president’ বুশের উপর। এ যেন গোলাম আজমকে সরাতে গিয়ে আদভানীর উপর আস্থা স্থাপন। যে বুশ সেক্যুলার চেতনাকে সমূলে উৎপাটন করতে চায়, নারী স্বাধীনতার মূল বিষয়গুলো তোলপার চলছে সেগুলোকে এড়িয়ে যেতে চায়, Abortion কে শিশু হত্যার সমতুল্য মনে করে, Gene আর cloning নিয়ে উচ্চতর

গবেষণা বন্ধ করে দিতে চায়, গে রাইটসকে কোন অধিকারই মনে করে না, নাস্তিক- অবিশ্বাসীদের অপশক্তি মনে করে, তার মধ্যেই মুক্তির স্বাদ খুঁজলেন অনেক প্রগতিশীলরা। অবলীলায় ভুলে গেলেন বাপ-ব্যাটার নাস্তিকদের প্রতি আজন্ম ঘৃণার কথা -

"No, I don't know that Atheists should be considered as citizens, nor should they be considered as patriots. This is one nation under God. (George H.W. Bush, as Presidential Nominee for the Republican party; 1987-AUG-27)

কি করে তারা ভুলে গেলেন ইরাক আক্রমণের প্রাককালে বুশের ঐতিহাসিক উক্তি-

"God told me to strike at al Qaida and I struck them, and then he instructed me to strike at Saddam, which I did, and now I am determined to solve the problem in the Middle East. If you help me I will act, and if not, the elections will come and I will have to focus on them."

এখন কি বুশ বলবেন, God told me to abuse some fellow Iraqis?

বোধ হয় না। 'Few bad apples' কেই বলির পাঁঠা বানাবেন, এ বলাই বাহুল্য!

অভিজিৎ

www.mukto-mona.com

৫ মে, ২০০৪

রেফারেনসঃ ইন্টারনেটের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা বিশেষতঃ প্রথম আলো, মুক্ত-মনা, common-dreams এবং অন্যান্য।